ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৩৭ ● কলকাতা ● ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

যে কারণে 'অ্যানিমেল' ছবিতে সুযোগ পাননি সারা

পৃঃ ৫

রোনালদোর ১২০০তম ম্যাচে আল নাসরের দুর্দান্ত জয়

পৃঃ ৬

জেলাস্তরে হাজার হাজার

ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র! তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

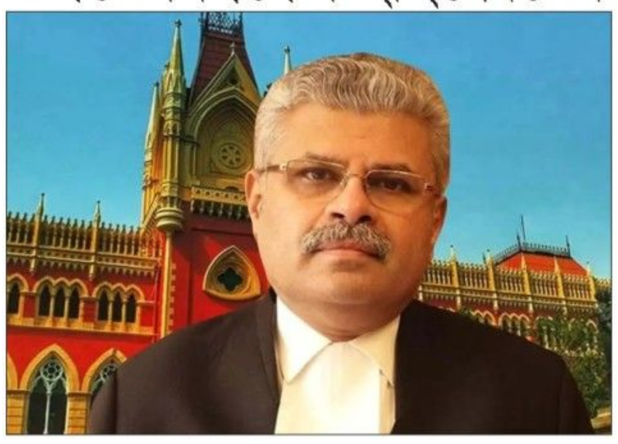

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প থেকে শুরু করে চাকরি, বহু জায়গাতেই কাজে লাগে জাতিগত শংসাপত্র। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে রাজ্যের তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে এই শংসাপত্র দেওয়ার কাজ শুরু । করেছিল সরকার।মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী বছরের ২২ জানুয়ারি।

প্রসঙ্গত, প্রাথমিকভাবে মহকুমা আধিকারিক স্তর থেকেই পাওয়া যেত জাতিগত শংসাপত্র। কিন্তু ভুয়ো সার্টিফিকেট বিলির একাধিক অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর রাজ্যের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শুধুমাত্র জেলাস্তর থেকেই তা পাওয়া যাবে। এছাড়া যাঁরা ভুয়ো সার্টিফিকেট পেয়েছেন তাঁদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে শংসাপত্র বাতিল করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।কিন্তু তাতেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জেলা স্তরে বহু মানুষকে নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে জাল জাতিগত শংসাপত্র তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সেই ঘটনাতেই এবার সম্প্রতি ইস্যু হওয়া সব জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। এখনও পর্যন্ত দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে অন্তত ৫০ লক্ষ

এরপর ৩ পাতায়

পাট্টা বিলির দুর্নীতি রোধে

বিএলআরওদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জমির পাট্টা নিয়ে বিএলআরওদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফরের শেষদিনে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম থেকে সরকারি এই আধিকারিকদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "কোনও কোনও বিএলআরও দুষ্টু লোকেদের সঙ্গে মিশে জমির পাট্টা নিয়ে দুর্নীতি করছে।এর আগেও রাজ্যে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কানে অভিযোগ এসেছে জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এখন যেহেতু রাজ্যজুড়ে জমিহারাদের পাট্টা বিলির কাজ চলছে এবং কোথাও কোথাও বিএলআরওদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠছে তাই মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবার্তা দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।আমি মুখ্যসচিবকে বলছি এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে। যে কোনও দুর্নীতিতে যদি সরাসরি অফিসার যুক্ত থাকে তবে ছাড়া হবে না। কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।"

স্পষ্ট ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কয়েকজন বিএলআরও অবৈধ কাজে যুক্ত হয়ে জমির পাট্টা বিক্রি করছে বলে অভিযোগ পাচ্ছি। মুখ্যসচিবকে বলছি অভিযোগ খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে।"

ফের বিক্ষোভের মুখে

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে। মঙ্গলবার বাঁকুড়ায় আবাস যোজনার অবস্থা খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তখনই তাঁদের গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়।এর আগে সোমবার এই বাঁকুড়াতেই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে।এর আগে সোমবার বাঁকুড়ার দুই নম্বর ব্লকের নবজীবনপুর এলাকায় আবাস যোজনার অবস্থা খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তখনও প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়।মঙ্গলবার বাঁকুড়ার সিমলাপাল গ্রামের চাঁদপুর গ্রামে যান কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের নিয়ে অভিযোগকারী উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। সেখান থেকে সিমলাপালের দিকে ফেরার পথে চাঁদপুর গ্রামের একাংশের মানুষ প্রতিনিধি দলের সদস্যদের পথ আটকায়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, গ্রামে বহু মানুষের বাড়ি কাঁচা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের নাম রাখা হয়নি আবাস যোজনার তালিকায়। অনেকের নাম প্রথম অবস্থায় তালিকায় থাকলেও পরে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বঞ্চিতদের বাড়ির অবস্থা খতিয়ে দেখার দাবি তোলেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে বেশ কিছুক্ষণ চাঁদপুর গ্রামেই আটকে থাকেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।পরে পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

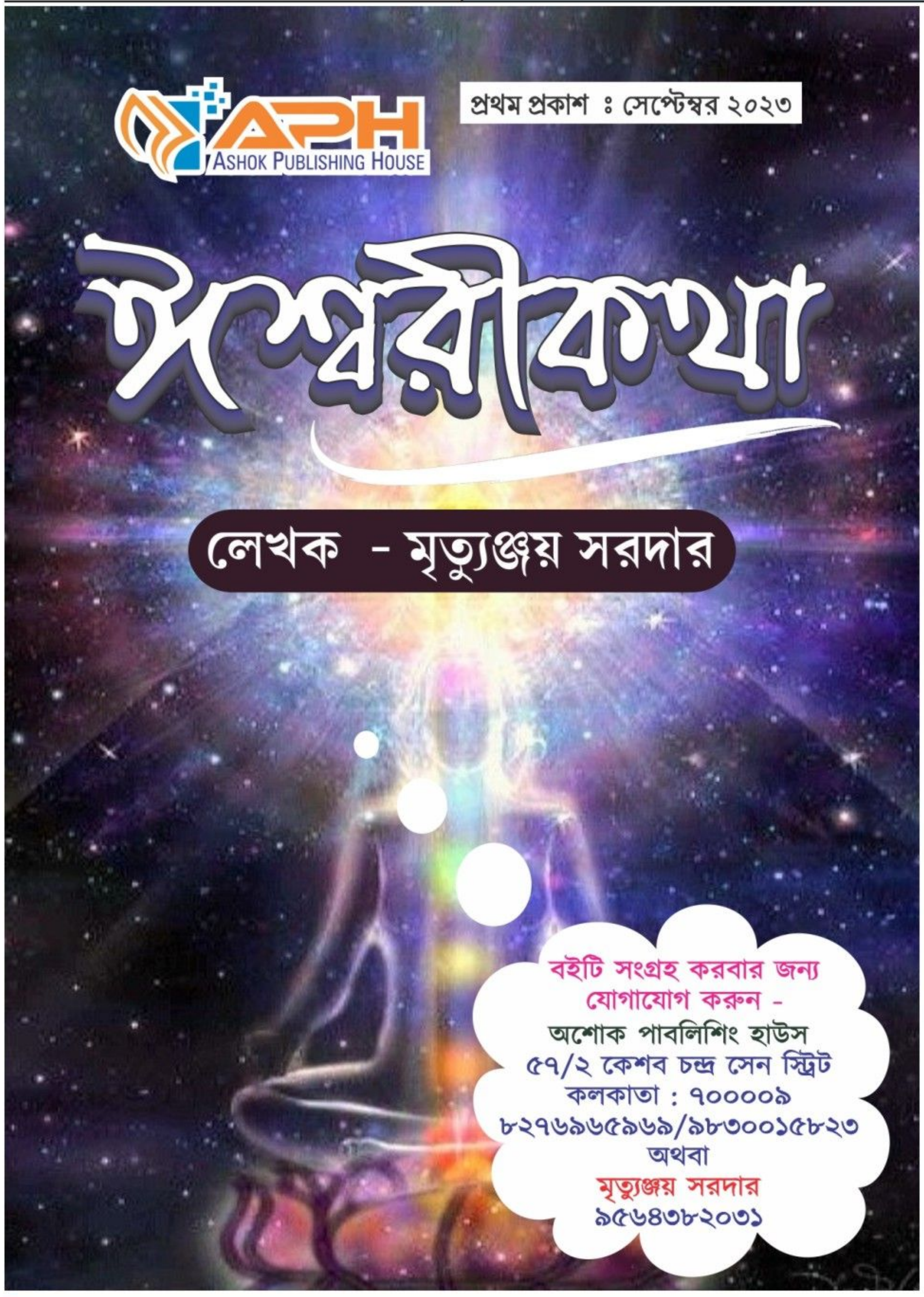

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বুধবারেই হবে

মদন মিত্রের অস্ত্রোপচার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র বেশ কিছুদিনের ধরেই SSKM এ ভর্তি আছেন। গত সপ্তাহে এসএসকেএম-এর উডবার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছিল মদনকে। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসাও চলছিল। পরে বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। ফলে অবস্থার অবনতি হয়। হঠাৎ করে শুরু হয় খিঁচুনি। আর তাতেই ভেঙে যায় তাঁর কাঁধের হাড়। অবস্থার অবনতি ঘটে। হসপিটালে সূত্রে জানা গেছে, আপাতত ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন তিনি। বুধবার ট্রমা কেয়ারে অস্ত্রোপচার হবে। গত বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা অবস্থার অবনতি হয় তাঁর। হঠাৎ খিঁচুনি শুরু হওয়ার পর কাঁধের হাড় ভেঙে যায় মদন মিত্রের। চিকিৎসাও চলছিল। পরে বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। ফলে অবস্থার অবনতি হয়। হঠাৎ করে শুরু হয় কমপালসানা বা খিঁচুনি। তবে অক্সিজেনের মাত্রা আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে।

সাংসদ পদের পর এবার

সরকারি বাংলো হাতছাড়া হচ্ছে মহুয়ার!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাংসদ পদ চলে যাওয়ার পর এবার সরকারি আবাসন ছাড়তে হতে পারে মহুয়া মৈত্রকে। লোকসভার হাউজিং কমিটি এই মর্মে চিঠি লিখল আরবান ডেভলপমেন্ট মন্ত্রক। বিশেষ কোটায় ওই বাংলা মহুয়া মৈত্রকে দেয় আরবান ডেভলপমেন্ট মন্ত্রক। ফলে খুব শীঘ্রই এনিয়ে পদক্ষেপ শুরু হয়ে যেতে পারে।সংসদের ওই সিদ্ধান্তের পর এনিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গিয়েছেন মহুয়া মৈত্র। পাশাপাশি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এর শেষ দেখে তিনি ছাড়বেন। আগামী তিরিশ বছর তিনি এনিয়ে লড়াই জারি রাখবেন। এমন একটি কারণে আমাকে বহিষ্কার করা হল যা সাংসদদের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত অভ্যেস। কার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি বা উপহার নিয়েছি তা প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়। আমাকে চুপ করিয়ে রেখে আদানি ইস্যুতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না মোদী সরকার।তবে সূত্রের খবর, সরকারি বাংলো ছাড়াতে বলা হয়েছে মহুয়াকে।

উল্লেখ্য, টাকা নিয়ে প্রশ্ন করা অভিযোগ গত শুক্রবার লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। এনিয়ে এদিন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, মহুয়া মৈত্রের কার্যকলাপ অনৈতিক। তাই সাংসদ হিসেবে তাঁর থাকা উচিত নয়।

এথিক্স কমিটির সুপারিশের পর এনিয়ে লোকসভা নিজের সমর্থনে কিছু বলতে দেওয়া হয়নি। এনিয়ে ওইদিন তুমুল হইচই হয় লোকসভায়। শেষপর্যন্ত ধ্বনি ভোটে সাংসদ পদ চলে যায় মহুয়ার।

নবদ্বীপ ধাম স্টেশন হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য

হকারদের উচ্ছেদ শুরু করলো পূর্ব রেল

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : পূর্ব রেলের হাওড়া কাটোয়া শাখার মাঝে অবস্থিত নবদ্বীপ ধাম স্টেশন। নবদ্বীপ শহরকে রাজ্য সরকার হেরিটেজ স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে।এবার পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ নবদ্বীপ ধাম স্টেশন কে হেরিটেজ স্টেশন স্বীকৃতি দিয়েছে। শ্রীমান মহাপ্রভুর জন্মভিটে নদীয়ার নবদ্বীপ।

এরপর ৩ পাতায়

এয়ারএশিয়া ২০২৪ সালে ভারত ও মালয়েশিয়ার ফ্লাইটে

১.৫ মিলিয়নেরও বেশি আসন অ্যাড করেছে

ভারত থেকে মালয়েশিয়ায় ভ্রমণকারীদের জন্য মালয়েশিয়া সরকারের ভিসা-মুক্ত প্রবেশে, এয়ারএশিয়ার উন্নতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাশ্রয়ী মূল্যে ভিসা-মুক্ত প্রবেশ ভারতীয় ভ্রমণকারীদের অন্যান্য এশিয়ান দেশগুলি এক্সপ্লোর করতে সহায়তা করবে

Kolkata, 1st December 2023: নিউজ সারাদিন : এয়ারএশিয়া মালয়েশিয়া এবং ভারতের বিশেষ পরিষেবা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে, যা ২০২৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক থেকে শুরু হওয়া ইম্প্রেসিভ ৬৯টি সাপ্তাহিক ফ্লাইট, প্রতি বছর ১.৫ মিলিয়ন আসন সহ।

মালয়েশিয়া সরকার ২০২৩-এর ১লা ডিসেম্বর ভারত থেকে মালয়েশিয়ায় ভ্রমণকারীদের জন্য ৩০-দিনের ভিসা-মুক্ত প্রবেশের ঘোষণার পর ভ্রমণের চাহিদার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘোষণাটি থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণার সাথেও মিল রয়েছে যা এই দেশগুলিতে ভারত থেকে দর্শনার্থীদের জন্য ভিসা-মুক্ত প্রবেশ উদ্যোগ। এটি ভারতীয় ভ্রমণকারীদের কুয়ালালামপুরে ওয়ান-স্টপ সহ এয়ারএশিয়া-এর ফ্লাই-থ্রু পরিষেবার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে অন্যান্য এশিয়ান দেশগুলিকে এক্সপ্লোর করতে এবং ব্যাঙ্কক, ফুকেট, হ্যানয়, হো চি মিন, সিডনি, মেলবোর্ন, পার্থ সহ বিভিন্ন জায়গায় নির্বিঘ্নে সংযোগ করতে সাহায্য করবে। ক্যাপিটাল এ সিইও টনি ফার্নান্দেস জানিয়েছেন, "এটি কেবল এয়ারএশিয়ার জন্যই নয়, দেশের জন্য একটি বিশাল, বহু প্রত্যাশিত খবর এবং আমরা মালয়েশিয়ার সরকারকে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমকে এই উদ্যোগের জন্য সত্যিই ধন্যবাদ জানাই৷ এয়ারএশিয়া ভারত থেকে মালয়েশিয়া ভ্রমণকে আরও সহজ করার চেষ্টায় রয়েছে। ভারতের নাগরিকদের জন্য ৩০-দিনের ভিসা-মুক্ত প্রবেশ নিঃসন্দেহে মালয়েশিয়ার পর্যটন এবং এর অর্থনীতির জন্য আসন্ন পিক ট্র্যাভেল সিজনের আগে একটি স্বাগত উৎসাহিত করবে এবং এই মহান দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধনকে বাড়িয়ে তুলবে। এভিয়েশন সেক্টরে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে, আমরা এই অঞ্চলে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং অ্যাক্সেসযোগ্য বিমান ভ্রমণের চাহিদাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত।"

এয়ারএশিয়ার হেড অফ রিজিওনাল কমার্শিয়াল (ইন্ডিয়া), মনোজ ধর্মানি আরও জানিয়েছেন: "আমরা এটিকে শুধুমাত্র আমাদের দুটি বৃহত্তম বাজারের মধ্যে আঞ্চলিক সংযোগ বাড়ানোর জন্য নয় বরং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সুযোগ হিসেবে দেখছি। পরের বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে, এয়ারএশিয়া ভারতের নয়টি গন্তব্য বেঙ্গালুরু, কলকাতা, কোচি, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, তিরুচিরাপল্লী, নিউদিল্লি, অমৃতসর এবং ত্রিভান্দ্রম থেকে কুয়ালালামপুরে সপ্তাহে মোট ৬৯টি ফ্লাইট পরিচালনা করবে - একটি নতুন গন্তব্য ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে শুরু হবে।" দেশে এয়ারএশিয়া-এর কার্যক্রমে পরিবর্তনের পর, এয়ারলাইনটি এশিয়া এবং এশিয়া প্যাসিফিক জুড়ে ১৩০টি গন্তব্যের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পর্যটককে ভারত থেকে আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সংযুক্ত করে ভারতীয় বাজারে পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগামী মাসে ভারতে এয়ারএশিয়া-এর তথ্য সহ লেটেস্ট আপডেটের জন্য আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলির সাথে জুড়ে থাকুন!

মার্চের মধ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ছেলেমেয়েকে

৫ লক্ষ টাকা করে ঋণ দেবে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেকার ছেলেমেয়েদের ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য। এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে। স্বনির্ভরতার ওই প্রকল্পে আগামী মার্চের মধ্যে রাজ্যের ১ লক্ষ ৩০ হাজার ছেলেমেয়েকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ঋণ দেবে সরকার।এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে কৃষক বন্ধু প্রকল্পে চলতি রবি মরসুমে ১ কোটি ১ লক্ষ চাষির হাতে মোট ২ হাজার ৮০৬ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নতুন করে ৯ লক্ষ লক্ষীর ভাণ্ডারের আবেদন এসেছে। আরও ১২ লক্ষ বিধবা ভাতার প্রস্তাব এসেছে। রিভিউয়ের কাজ চলছে। নতুন বছরের শুরুতেই ওই আবেদনগুলি মঞ্জুর করা হবে। অতীতে শিলিগুড়ি মানেই যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হত। পালা বদলের বাংলায় দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও তৈরি হয়েছে একাধিক সেতু। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আগে শিলিগুড়িতে যখন আসতাম, তখন কতক্ষণ জ্যামে আটকে থাকতে হত। এখন কিন্তু আর সেভাবে যানজটে আটকে থাকতে হয় না।'মঙ্গলবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সরকারি অনুষ্ঠান থেকে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিসংখ্যান উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'সারা দেশে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব বেড়েছে। সেখানে বাংলায় কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটেছে ৪০ শতাংশের বেশি। এটা আমাদের গর্বের।'

দেশজুড়ে যখন বেকারত্ব লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তখন বাংলায় কীভাবে উলটপুরাণ, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেকে চাকরির জন্যও সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করেন। আমরা তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলার বিষয়টিও মাথায় রেখেছি। সেকারণেই বেকারদের স্বনির্ভর করে তুলতে ঋণের উদ্যোগ। প্রতি বছর এই প্রকল্পে আমরা ২ লক্ষ ছেলেমেয়েকে ঋণ দিই। এবারে এখনও পর্যন্ত ৭০ হাজার ছেলেমেয়েকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। মার্চের মধ্যে বাকি ১ লক্ষ ৩০ হাজার ছেলেমেয়েকে আমরা ৫ লক্ষ টাকা করে ঋণ দেব।' উত্তরবঙ্গের বন্ধ ৬টি চা বাগান কেন সরকার অধিগ্রহণ করছে তার ব্যাখ্যা দিয়ে মমতা বলেন, 'ওই চা বাগানগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ পড়ে রয়েছে। ওখানে অধিগ্রহণ করে আমরা পাট্টা দেব। সবাইকে আমরা পাট্টা দেব। সঙ্গে বাড়ি করার জন্য প্রত্যেককে ১লাখ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

এদিন ৪৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৪৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকার বেশি। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের শিলন্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে মাটিগাড়াতে ক্যান্সার কেয়ার হাসপাতাল। ৫১১ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়িতে জলপ্রকল্পের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ২১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়ি শহরের ওভারহেড বৈদ্যুতিক তারকে আন্ডারগ্রাউন্ড করা হবে।

২০ ডিসেম্বর মোদি-মমতার বৈঠক দিল্লিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সময় দিলেন তিনি বৈঠকের জন্য। তাই আগামী ২০ তারিখ দিল্লিতে মুখোমুখি বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের কাছে বাংলার এখন সব থেকে বড় বকেয়া আছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে। সেই বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। কাজ করার পরেও সেই টাকা না পেয়ে সমস্যায় পড়েছেন বাংলার গরীব মানুষেরা। বার বার দাবি করেও সেই টাকা মেলেনি। সেই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা খাতে, মিড ডে মিলের খাতে, স্বাস্থ্যের খাতে টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র সরকার। সেই সব নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। উত্তরবঙ্গ সফরকালে আলিপুরদুয়ার ও বানারহাটের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের এই টাকা আটকে রাখার প্রসঙ্গে নিশানা বানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, 'হয় টাকা ছাড়ো, না হয় গদি ছাড়ো। হয় টাকা দিন, নাহয় বিদায় নিন।' আবার একথাও বলেছেন, 'ঝুট বোলে কৌয়া কাটে। কাকে কাটবে কিন্তু। নিশ্চিন্তে থাকুন।' এখন দেখা গেল সেই দুই হুঁশিয়ারির পরে পরেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বৈঠকের জন্য সময় দিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০ তারিখ সংসদ ভবনে বেলা ১১টার সময়ে হবে সেই বৈঠক।সব থেকে বড় কথা আগামী ১৯ তারিখই দিল্লিতেই বসতে চলেছে বিজেপি বিরোধী মহাজোট ইন্ডিয়া'র বৈঠক। ঠিক তার পরের দিনই বৈঠকে বসছেন মোদি-মমতা। রাজনৈতিক দিক থেকেও এই ঘটনা বেশ তাতপর্যপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী এখন উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। যদিও এদিনই তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা আছে। উত্তরবঙ্গ সফরকালেই তিনি জানিয়েছিলেন, বাংলার বকেয়া টাকা চেয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর সময় চেয়েছেন। সেই সময়েই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, চলতি মাসের ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখের মধ্যে যে কোনও একদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সময় চেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সময় না দিলে তিনি অন্য পথেই হাঁটা দেবেন। যদিও এদিন দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী সময় দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে।

১-ম পাতার পর

জেলাস্তরে হাজার হাজার ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র! তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

মানুষকে জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে বলে কিছুদিন আগেই দাবি করেছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। কিন্তু তার মধ্যে বহু শংসাপত্রই ভুয়ো বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় নাম না থাকা সত্ত্বেও বহু মনুষ কাস্ট সার্টিফিকেট পেয়েছেন। সেই অভিযোগ ওঠার পর নবান্নের তরফে আগেই কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে নিয়মে বেশ কিছু কড়াকড়ি করেছিল। কিন্তু তাতেও নাকি দুর্নীতি আটকানো যাচ্ছে না। কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া সেই সংক্রান্ত একটি মামলাতেই এবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিলেন। আদালতের নির্দেশ, এই ঘটনায় তদন্ত করবেন জেলাশাসক। মহকুমা শাসকরা যদি মিথ্যে শংসাপত্র দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। এছাড়া অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়ন দফতরের সচিবকে এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন ভজনলাল শর্মা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একেই বলে নাটক। রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারের দাবিদার ছিল অনেক তাবড় নেতা। কিন্তু সকলকে সরিয়ে দিয়ে সামনে চলে আসলো একদম নতুন মুখ। রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন ভজনলাল শর্মা। জানা গিয়েছে, তিনি সদ্য রাজস্থানের বিধানসভা ভোটে জয় লাভ করে বিধায়ক হয়েছেন। তিনি এবারই প্রথম বিধায়ক হলেন। আর তাঁর কাঁধেই বিজেপি দায়িত্বভার দিয়েছে রাজস্থানের। জানা যাচেছ, ভজনলাল শর্মা আরএসএস ঘনিষ্ঠ। তাঁর সঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সম্পর্কও ভালো। কেউই আগে ভাবতে পারেন নি এমন কোনো নতুন মুখ চলে আসবে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে।

এর আগে মধ্যপ্রদেশের কুর্সিতে বিজেপি মোহন যাদবকে বসিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। শোনা যায় তিনিও আরএসএসএর কট্টর সমর্থক। সদ্য ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে ৩ রাজ্যে বিজেপির জয়ধ্বজা উড়েছে। তারমধ্যে অন্যতম রাজ্য রাজস্থান। সেখানে ঘোষিত হল মুখ্যমন্ত্রীর নাম। রাজস্থানে এর আগে, কংগ্রেস শাসনের আগে বিজেপির তরফে বহুদিন মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন বসুন্ধরা রাজে। এখন দেখার কতটা মসৃন ভাবে চলে রাজস্থানের প্রশাসন।

মৎস্যজীবীদের প্রতি আবহাওয়ার পূর্বাভাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমুদ্র সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও সতর্কবার্তা মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছে দিতে আইএনসিওআইএস ভারতের বিভিন্ন উপকূলবর্তী রাজ্য ও গ্রামস্তরে কর্মশালার আয়োজন করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনম, গুজরাতের ভিরাবল, মহারাষ্ট্রের মুম্বই, পশ্চিমবঙ্গের দিঘা এবং তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে এ বছরের জুলাই-অগাস্টে এ ধরনের প্রচার কর্মসূচি চালানো হয়। বিভিন্ন রাজ্যের মৎস্য দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মৎস্যজীবীদের সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রচারাভিযান চালানো হয়। এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য হল, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে তাঁদের কাছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। প্রতিটি প্রচার কর্মসূচিতে ২০০-৮০০ জনের মত মৎস্যজীবী অংশ নিয়েছিলেন। জানুয়ারি – মার্চে কেরলের নিন্ডাকারা, চেট্টুবা, মুনামবাম, মহারাষ্ট্রের মুরাদ, পুদুচেরির কারাইকল এবং তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন, পুমপুহার, কীলাকড়াইয়ে গ্রামস্তরে ৮টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমুদ্র সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যাতে নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে আইএনসিওআইএস। সামুদ্রিক পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে ঢেউয়ের উচ্চতা, সমুদ্রের ঢেউয়ের গতি, বাতাসের গতিবেগ ও দিক সম্পর্কে ৫ থেকে ৭ দিন আগে আগাম তথ্য দেওয়া সম্ভব। এর ফলে, সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে মৎস্যজীবীরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ঘূর্ণিঝড় এবং সমুদ্র কতটা উত্তাল হবে, উপকূলবর্তী এলাকাগুলি কতটা প্লাবিত হবে, সে সম্পর্কে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করা যেতে পারে। ই-মেল, ওয়েবসাইট, মোবাইল, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম চ্যানেল, এসএমএস প্রভৃতির মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও সহায়তা করে থাকে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই)-য় মৎস্যজীবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে এক লক্ষ মাছ ধরার নৌকায় ট্রান্সপন্ডার বসানোর জন্য ৩৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ট্রান্সপন্ডারের মাধ্যমে উভয়মুখী যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় নজরদারি চালানো সম্ভব। মৎস্যজীবীদের কাছে সমুদ্র সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পৌঁছে দিতে "সমুদ্র" (স্মার্ট অ্যাকসেস টু মেরিন ইউজার্স ফর ওশান ডাটা রিসোর্সসেস অ্যান্ড অ্যাডভাইসরিজ) নামে একটি মোবাইল অ্যাপ পরিষেবা চালু করেছে আইএনসিওআইএস। এই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সর্বশেষ আপডেট এবং সুনামি, সামুদ্রিক ঝড়, ঢেউয়ের উচ্চতা প্রভৃতির মত সামুদ্রিক বিপর্যয় সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা পাওয়া যেতে পারে। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের উত্তরে লিখিতভাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী শ্রী পুরুষোত্তম রুপালা।

২ পাতার পর

নবদ্বীপ ধাম স্টেশন হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য হকারদের উচ্ছেদ শুরু করলো পূর্ব রেল

নবদ্বীপ ধাম স্টেশন কে হেরিটেজ ঘোষণা করার পর সাজিয়ে তোলার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলকও সৌন্দর্যায়ন করার কাজ করছে।

পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ধাম স্টেশনের পাশে অবস্থিত বিভিন্ন দোকানপাট, বসবাসকারী তোলার জন্য নোটিশ জারি করেছিল। দিন আনে দিন খাওয়া মানুষ কোন রকম ভাবে কেনাবেচা করে সংসার চালায়। রেল কর্তৃপক্ষ নোটিশ দেওয়ার পরে সাধারণ মানুষজন চরম বিপদের সম্মুখীন হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে। কোনরকম ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে মানুষ তার দিন যাপন করছিল। আগামী দিন কোথায় কিভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করবে তার জন্য চিন্তা গ্রস্ত। ১১ ই ডিসেম্বর রেল কর্তৃপক্ষ নোটিশ জারি করে আশেপাশের বাড়ি ঘর দোকানপাট সমস্ত সরিয়ে নেওয়ার জন্য।

এর আগেও বহুবার এরকম নোটিশ জারি করা হয়েছিল, মানুষ ভয়ে তাদের সমস্ত কিছু সরিয়ে নেয় আবার পুনরায় কোনরকম ভাবে দোকানপাট সাজিয়ে ব্যবসা শুরু করে দিন যাপন করে। আবার সেই সম্মুখীন হতে হল।

রেলের রাস্তার দু'ধারে দোকানপাঠ সহ বসবাসকারীরা দফায় দফায় বিক্ষোভ, আন্দোলন এবং উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে চিঠি করে তাদের যাতে কোনো রকম ভাবে উচ্ছেদ না করা হয় তার জন্য আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। এর ফলে সাময়িক রেল কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ করা থেকে বিরত থেকে ছিল।

১১ ডিসেম্বর উচ্ছেদ করার জন্য নোটিশ করে ১২ই ডিসেম্বর সকাল দশটার মধ্যে সমস্ত কিছু সরিয়ে নেওয়ার জন্য। ১২ ই ডিসেম্বর সকালে সময় পার হয়ে যাওয়ার ফলে রেল কর্তৃপক্ষ আরপিএফ সহ প্রশাসনিক দিয়ে স্থানীয় বসবাসকারী এবং ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ শুরু করে। এর ফলে ১২ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই চলে দফায় দফায় পথ অবরোধ বিক্ষোভ। রেলের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষরা আসেন তাদের সঙ্গে বসেন আলোচনা প্রসঙ্গে, তারপর বিক্ষোভ আন্দোলন উঠে। তবে রেল সূত্র থেকে খবর আগামী দিনে উচ্ছেদ চলবে। তৃণমূল রেল ইউনিয়ন হকার্স এর পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের কোন রকম ভাবে অসুবিধা না হয় তার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ যেন নজর রাখেন। সুস্থ স্বাভাবিকভাবে সকলে যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

রাস্তা তৈরি নিয়ে অশান্তি আমঝাড়াতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাস্তা নিয়ে অভিযোগ প্রায় বাংলা জুড়ে, কোথাও রাস্তার ফিটনেস কম দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। কোথাও রাস্তার দৈঘপোস্ত কমে যাচ্ছে, সকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় বাসন্তী ব্লকের আমজঝারা হাট পাড়াতে রাস্তা তৈরি নিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে বছসা হয় । সাড়ে তিন ইঞ্চি রাস্তা তৈরি করতে চাইছিল কন্টাকটাররা, নিচের সেই ভাবে কোন সলিঙ্গ নেই, তবে অর্ডার কপি থেকে যতটুকু জানা গেল ছন্নতের বাড়ি থেকে আমঝাড়া এফ পি স্কুল পর্যন্ত। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার কাজ, টেন্ডার এমাউন্টে তেমনি উল্লেখও রয়েছে। আর তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা লেস দিয়েছে বলে জানা যায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সঠিকভাবে রাস্তার কাজটি সম্পূর্ণ করল না। রাস্তার কন্টাকটার কে জানালে সে সরাসরি হুমকির সুরে কথা বলে বলছে বলে জানা যায়, গ্রামবাসীরা সঙ্গে ঘন্টা খানেক অশান্তি চলে। শেষে বাসন্তী ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার এসে ৫ ইঞ্চি ঢালাই দিয়ে মাত্র ২০০ ফুট নতুন রাস্তা তৈরি হয়। আর বাকি ৪০০ ফুট রাস্তা হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে গ্রামবাসীদের মনে। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন আমঝাড়া হাটখোলা থেকে এফবি স্কুল পর্যন্ত দেড়শো থেকে ২০০ ফুট মাত্র, আচ্ছন্ন মোল্লার বাড়ি যদি হয় তাহলে তার দূরত্ব দাঁড়াবে প্রায় ৭০০ ফুটের মতো! সেই পর্যন্ত আদবিত ঢালাই হলো না বলে জানিয়েছে গ্রামবাসীরা! এদিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলছে যে রাজ্যের কোন অফিসার যদি ঘুষ নেয় তাহলে মিডিয়া লেখেনা, আজ এই খবরটি প্রকাশ হওয়ার পরে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী নজরে আসবে! তবে কি সঠিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপ নেবেন! রাজ্যের বহু দপ্তরে এইভাবে ভরি ভরি দুর্নীতি হয় বলে আমাদের কাছে প্রতিটা মুহূর্তে খবর থাকে! অথচ মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত জানানোর পরেও অনেকে সুরাও পায়নি, যারাবো প্রতিবাদ করে তাদের অনেক সময় খুন হতে হয়েছে। তবে এই ৩০ লক্ষ টাকার কাজ কি আদবি আমঝাড়া লিপি স্কুল থেকে হাট পর্যন্ত রাস্তা করতে সমস্ত টাকা শেষ হয়ে গেল এ প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রামবাসীর মুখে। এভাবেই গ্রামের মানুষকে বোকা বানিয়ে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি হয় ব্লক স্তরে, লোকাল প্রশাসন সব জেনে বুঝে চুপ। আমাদের পত্রিকার সম্পাদক একাধিক বার এই বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ফোন করল কেউ ফোন ধরেননি।

আমেরিকার কি ধরনের যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করছে জাপানের মাটিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপান এবং আমেরিকার বন্ধুত্ব চোখে পরার মতো। একাধিক যুদ্ধাস্ত্র থেকে শুরু করে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে জাপানের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। পাশাপাশি একাধিক আমেরিকান যুদ্ধাস্ত্র এখন জাপানে তৈরি হচ্ছে। কিছুদিন আগে করোনার কারনে এফ ৩৫ র প্রডাকশান বন্ধ হয়ে গেছিল জাপানে।জাপান এবার ১৫০ টি এই বিমান ক্রয় করতে চলেছে। মোট চুক্তি মূল্য ২৩.১১ বিলিয়ন ডলার। যার মধ্যে রয়েছে ৬৩ টি F-35 A , ৪২ টি F-35 B, প্যাঁট এবং হুইটনি এফ ১৩৫ ইঞ্জিন ১১০ টি, ইলেকট্রিক ওয়ার ফেয়ার সিস্টেম, কমান্ড, কনট্রোল ও কমিউনিকেশন সিস্টেম সহ অন্যান্য ইক্যুইপমেন্ট। এক একটা F-35 এর দাম পড়েছে ২২০ মিলিয়ন ডলার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট জাপান কে ১০৫ টি F-35 বিক্রির অনুমতি দিয়েছে বেশ কয়েকমাস আগে। বর্তমানে এই অতিরিক্ত চতুর্থ প্রজন্মের বিমান নজর কেড়েছে গোটা বিশ্বের। অত্যাধুনিক স্টেলথ সক্ষমতার কারনে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই বিমান।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩৩৭ সংখ্যা ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ বুধবার ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কৃষক বন্ধু ড্রোন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনজাতীয় গৌরব দিবস উপলক্ষে ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীতে ঝাড়খন্ডের খুঁটি থেকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করেন। কেন্দ্র সরকারের জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলি জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে জাতীয় স্তরে শুরু হওয়া এই অভিযান এখন বিশেষ স্থানে পৌঁছেছে। কৃষি এবং এই সম্পর্কে বিভিন্ন কাজে ড্রোনের প্রযুক্তিগত ব্যবহার বিশেষভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা(বিবিএসওয়াই) ২ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৪ হাজার ৬০০-র বেশি শহরাঞ্চল ঘুরে বেড়ানো এক বিশেষ অভিযান। বর্তমানে এটি উন্নতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই যাত্রায় যত গতি সঞ্চার হচ্ছে তত কৃষিকাজে ড্রোনের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা : আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ড্রোন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অভিযানের সময় আয়োজিত দেশব্যাপী সরাসরি প্রদর্শনের সময় দর্শক ও কৃষকদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে ড্রোনের ব্যবহার। জনগণ এখন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সময় ড্রোন শো-এর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে না। আকাশে উড়তে থাকা এই যন্ত্র দর্শকদের বিশেষ করে কৃষকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। এই প্রদর্শনী কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টিকারী ড্রোনের ক্ষমতা তুলে ধরে। এই প্রদর্শনীতে কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়ে জোর দেওয়ার পাশাপাশি কৃষিকাজ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশের প্রত্যেক প্রান্তে ড্রোন প্রদর্শনীটি কৃষক সম্প্রদায় বিশেষ করে মহিলা কৃষকদের কাছে বিপুল প্রশংসা পেয়েছে। কেরল থেকে হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত এই ড্রোন প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষিকাজে সদর্থক পরিবর্তনের জন্য ড্রোনের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরাসরি প্রদর্শনীতে অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার না করার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। ড্রোন ন্যানো ইউরিয়া, ন্যানো ডিএপি এবং অন্য সারের ব্যবহার সম্পর্কেও কৃষকদের অবহিত করে। ড্রোনের মাধ্যমে কীটনাশক প্রয়োগ সম্পর্কেও কৃষকদের অবহিত করা হয়েছে।

নারী শক্তি : প্রভাবশালী ড্রোন প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়া মহিলারা প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই দেশের উন্নয়নে মহিলাদের নেতৃত্বদানের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই লক্ষ্যে আরও এক কদম এগিয়ে প্রধানমন্ত্রী মহিলা কৃষকদের জন্য ড্রোন কেন্দ্রের সূচনা করেছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলায় একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য কমলাপতি ভেঙ্কট রাবণাম্মা কৃষিকাজের জন্য মাত্র ১২ দিনে ড্রোন চালানোর কৌশল শিখেছেন। তিনি ৩০ শে নভেম্বর ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় ড্রোন চালানো শেখার অনুভূতি ভাগ করে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী যখন কৃষিকাজের জন্য দেশের গ্রামগুলিতে ড্রোন ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন তখন রাবণাম্মা বলেন, জলসঙ্কট মোকাবিলায় এই ড্রোন বিশেষভাবে সাহায্য করে। শ্রীমতি কমলাপতির মত মহিলারা যারা ভারতের নারীশক্তির ক্ষমতায়নের প্রতীক তাঁদের শুভ কামনা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার অদূর ভবিষ্যতে মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠবে। পাশাপাশি তিনি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় মহিলাদের অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত করেন।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(ষষ্ঠদশ পর্ব)

লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

জনগনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রেখে তাই ষড়যন্ত্রকারীদের অনেক অনেক ভেবেচিন্তে মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হয়েছে গোপনে। আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি অন্তর্ধানের সময় হলে বুঝতে হবে, রথযাত্রা উৎসবে যখন দেশের মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত তখন তাদের সেই ব্যস্ততারই সুযোগ নিতে চেয়েছে ষড়যন্ত্রকারীরা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণুনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

দৈববাণী শুনে কংস একহাতে দেবকীর কেশ আকর্ষণ করে অসির সাহায্যে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। নব বিবাহিতা পত্নীকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে দেখে কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন বসুদেব। তারপর সাহস সঞ্চয় করে নানাভাবে বুঝিয়ে কংসকে নিরস্ত করলেন। বললেন, “দেবকী আপনার ছোট বোন। ওর দিক থেকে আপনার কোনও ভয় নেই। ভয় ওর পুত্রদের নিয়ে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি দেবকীর গর্ভজাত পুত্রদের আপনার হাতে সমর্পণ করব।” দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন কংস। তাঁদের প্রথম ও পরে ছয় সন্তানকে একে একে হত্যা করলেন।সন্তানের মৃত্যুতে দেবকী ভেঙে পড়েছেন। এরকম অবস্থায় ভগবান শ্রীশেষজি এলেন দেবকীর গর্ভে। পুনরায় মা হওয়ার আনন্দে দেবকী দিন গুনছেন। কিন্তু কংসের ভয়ে তাঁর শোক বাড়ল। এদিকে বিষ্ণুর আদেশে দেবী যোগমায়া পৃথিবীতে এসে বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণীর গর্ভে দেবকীর গর্ভস্থ সন্তানকে সংস্থাপন করলেন। মথুরাবাসী দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়েছে বলে জল্পনা করতে লাগল। ওদিকে গোকুলের ঘোষপল্লির এক সুরম্য আলয়ে রোহিণী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই পুত্র বলভদ্র বা বলরাম। সময় গড়ায়। শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী বিষ্ণু ভগবানকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ে ধারণ করলেন। ভগিনীকে দেখে কংসের কেন জানি না মনে হল, এবার নিশ্চয়ই বিষ্ণু গর্ভে এসেছেন। কারণ, প্রায়শই দেবকীর অঙ্গচ্ছটায় কারাগৃহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। কংস কারাগারে পাহারা আরও বাড়িয়ে দিলেন।কৃষ্ণাবতারের রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য প্রকট হবেন বিষ্ণু। দেবতারা দেবকীকে দর্শনদান করে বললেন, ও অত্যন্ত আনন্দের কথা, আপনার অষ্টম গর্ভে সর্বলোকের কল্যাণকারী ভগবান পুরুষোত্তম বিরাজমান। দুর্মতি কংস কয়েকদিনের অতিথিমাত্র। আপনার পুত্র যদুবংশকে রক্ষা করবেন। যথাসময়ে বিষ্ণু পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভাদ্রমাসের মধ্যরাত। যে মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান বিষ্ণু কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করলেন তখনকার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে। কিন্নর ও গন্ধর্বরা মধুর স্বরে গেয়ে উঠলেন। অপ্সরাগণ নাচতে লাগলেন। জগৎপালক বিষ্ণুর মঙ্গলময় গুণাবলির স্তুতি করতে লাগলেন চারণদল। দেবতা এবং ঋষি-মুনিরা ঐনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

চারদিকে ঘন অন্ধকার। বিষ্ণু দেবকীর গর্ভ থেকে প্রকট হলেন। তৎক্ষণাৎ যেন পূর্ব দিগন্তে ষোলোকলা পূর্ণ চাঁদের উদয় হল। বসুদেব অভিভূত হয়ে দেখলেন তাঁর সামনে বিচিত্রদর্শন এক শিশু! দু'নয়ন কমলের ন্যায় এবং বিশাল। চতুর্ভুজ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। কণ্ঠে কৌস্তভমণি। শ্রীঅঙ্গে মনোহর পীতাম্বর বস্ত্র। নানা আভূষণ সুশোভিত দেবশিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অপূর্ব জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। নবজাতকের এহেন রূপ দেখে বসুদেব নির্বাক! নবজাতকের দর্শন মাত্র বসুদেবের কংসভয় দূর হল। দেবকী এবং বসুদেব স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু তাঁর পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করলেন। আপন যোগমায়ায় এক সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করলেন। বুধবার কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবে মথুরার মাটি পবিত্র হল। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ মেঘযুক্ত। মুহুর্মুহু মেঘগর্জন। যে মুহূর্তে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন যশোদার এক কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হল। পুরাণে কথিত এই সন্তানই যোগমায়া বা বৈষ্ণবী শক্তি যোগনিদ্রা। তাঁর প্রভাবে যশোদা অর্ধসচেতন হয়ে রইলেন। সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে জানতে পারলেও সেটি পুত্র না কন্যা বুঝতে পারেননি নন্দপত্নী। যোগমায়ার আবির্ভাবের পর তাঁর প্রভাবে কংসের কারাগারের প্রহরীবৃন্দ ও মথুরাবাসীগণ নিদ্রায় সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ল। কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বসুদেব আসতেই কারাগারের বৃহৎ লৌহকপাট ও লোহার শেকলযুক্ত দ্বার একে একে উন্মুক্ত হল। বসুদেব কারাগারের বাইরে বেরিয়ে আসতেই মেঘগর্জন ও তুমুল বৃষ্টিপাত শুরু হল। অনন্তনাগ সহস্র ফণা বিস্তার করে বৃষ্টি নিবারণের জন্য বসুদেবের মাথার উপর আচ্ছাদন হয়ে পিছন পিছন যেতে লাগলেন। প্রবল বৃষ্টির কারণে স্রোতস্বিনী যমুনার তখন ভয়ংকর চেহারা। যমুনা পথ দেখালেন বসুদেবকে। বসুদেব নন্দালয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ব্রজবাসী সকলেই যোগনিদ্রায় মগ্ন। তখন তিনি সূতিকাগারে যশোদার শয্যায় নিজপুত্রকে রেখে যশোদার নবজাতিকাকে সঙ্গে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে গেলেন। দেবকীর শয্যায় তাকে রাখতেই কারাগারের লৌহকপাটগুলি বন্ধ হয়ে গেল।এদিকে কংস খবর পেয়ে সূতিকাগৃহে এসে দেখলেন নবজাতক নয়, এক নবজাতিকা আপনমনে খেলা করছে। এরপর শিশুটিকে শিলায় আছাড় মারার চেষ্টা করতেই সে কংসের হাত পিছলে আকাশে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হল- 'হে দুরাচার কংস, তোমাকে যে হত্যা করবে সে ইতিমধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' এই সত্য কথা গুলো আজও আমরা উপলব্ধি করতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

যে কারণে 'অ্যানিমেল' ছবিতে সুযোগ পাননি সারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ডিসেম্বরের প্রথম দিনেই ভারতের প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তি পেয়েছে রণবীর কাপুরের 'অ্যানিমেল'। সিনেমা বিশ্লেষকদের মতে, এখন পর্যন্ত যতগুলো সিনেমাতে রণবীর অভিনয় করেছেন, সব সিনেমার মধ্যে 'অ্যানিমেল' মুভিটি এক ও অদ্বিতীয়। এদিকে সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গা পরিচালিত 'অ্যানিমেল' নিয়ে চলছে বিস্তর আলোচনা। বিশেষত তৃপ্তি দিমরি অভিনীত চরিত্র জোয়া নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। অনেকের মতে, পরিচালক নাকি উগ্র পৌরুষ, নারীবিদ্বেষ ও হিংসার উদ্যাপন দেখিয়েছেন। শোনা গিয়েছিল, ছবিটিতে প্রথমে রাশমিকা মান্দানার চরিত্রটিতে অভিনয় করার কথা ছিল পরিণীতি চোপড়ার। কিন্তু সে তো হয়নি। শুধু তাই নয়, জোয়া চরিত্রটির জন্য নাকি অডিশন দিয়েছিলেন সারা আলি খান। কিন্তু শেষমেশ তৃপ্তির ভাগ্যে জোটে সেই চরিত্র। মায়ানগরীর অন্দরে ফিসফাস, জোয়া চরিত্রটিতে অভিনয় করার জন্য খুব উৎসুক ছিলেন সারা। কিন্তু নায়িকার স্বপ্ন সত্যি হলো না।

সূত্রের খবর, পরিচালক নাকি সারাকে জানিয়েছিলেন- এই চরিত্রটির জন্য সারা একেবারেই বেমানান। শোনা যাচ্ছে, এই চরিত্রটির জন্য পরিচালকের পছন্দের তালিকায় ছিলেন না সারা। তাই প্রথমেই না করে দেন নায়িকাকে। যদিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি অভিনেত্রী।

সত্যিই কি 'মদ্যপ' ছিলেন, সেই ভাইরাল ভিডিও নিয়ে যা বললেন সানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সানি দেওলের একটি ভিডিও। যেখানে দেখা গেছে, সানিকে মদ্যপ অবস্থায় রাস্তায় ঘুরতে। এই ভিডিও ভাইরাল হতেই সানিকে কটাক্ষ শুরু নেটিজেনদের। অনেকে বলে উঠলেন, 'গদর ২' ছবি হিট করার সানির নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সত্যিই কি মদ্যপ অবস্থায় রাস্তায় ঘুরেছেন সানি?

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, সানিকে ধরে অটোরিকশাতে তুলছেন এক ব্যক্তি। যা দেখে চমকে উঠেছে সবাই। সানি দেওলকে এমন রূপে দেখবে কেউ ভাবতেও পারেনি। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন এই অভিনেতা। সানির কথায়, 'এসব ভুয়ো খবর ছড়ানো বন্ধ হোক। এটা একেবারেই একটা শুটিংয়ের জন্য। তাই অযথা এসব নিয়ে না খবর করাই ভালো!'

সম্প্রতি বলিউড নিয়ে মুখ খুলেছিলেন সানি দেওল। ফিল্মি কেরিয়ারের যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে আন্তর্জাতিক ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে প্রকাশ্যেই চোখের জল ফেলেছিলেন সানি দেওল। সানি দেওল বলেন, গদর-এর পর কুড়িটা বছর কেটে গেলেও কেউ আমার কাছে ভালো সিনেমা, চিত্রনাট্য নিয়ে আসেনি।

প্রসঙ্গত, 'গদর ২'-এর পর থেকেই ফিল্মি ক্যারিয়ারের সেকেন্ড ইনিংস শুরু করেছেন সানি। এমনকী রাজনীতি ছেড়ে পুরোপুরি অভিনয়ে মন দেওয়ার কথাও ঘোষণা করে ফেলেছেন তিনি। ৫৪তম আই এফএফআই-র মঞ্চে নিজের ফিল্মি ক্যারিয়ারের কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্লবণ হয়ে পড়েছিলেন সানি দেওল।

ববি দেওলের মৃত্যুর দৃশ্য মানতে পারেননি 'মা'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি মাসের প্রথম দিনেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গা পরিচালিত সিনেমা 'অ্যানিমেল'। প্রথম সপ্তাহে শুধু ভারতেই ছবিটি আয় করেছে ৩০০ কোটি রুপির বেশি। যদিও অতিরিক্ত নৃশংসতা ও যৌন দৃশ্যের জন্য ছবিটি পছন্দ করেনি সমালোচকরা। তবে ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রণবীর কাপুরের সঙ্গে প্রশংসিত হয়েছেন খলচরিত্রের অভিনেতা ববি দেওল।

প্রায় দুই যুগের ক্যারিয়ারে এত বড় সাফল্যের দেখা আগে কখনোই পাননি ববি। 'সোলজার' অভিনেতার এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে চারদিকে যখন চর্চা হচ্ছে ঠিক তখনই সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন অভিনেতার মা প্রকাশ কৌর। ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর ছবি দেখে ছেলেকে রীতিমতো বকেছেন! যার মূল কারণ- পর্দায় ছেলের মৃত্যুদৃশ্য। কোনো মা-ই ছেলেকে মরতে দেখতে পছন্দ করেন না। হোক সেটা পর্দায়! এক সাক্ষাৎকারে ববি বলেন, "মা আমার মারা যাওয়ার দৃশ্যটা দেখতে পারেননি। আমাকে বলছেন, 'এ রকম ছবি করিস না তুই, আমি দেখতে পারি না এই দৃশ্য।' আমি তখন মাকে বোঝালাম যে আমি তো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ছবিতে তো ওটা স্রেফ অভিনয়।'

তবে ছেলের সাফল্যে খুশি হয়েছেন মা। ববি বলেন, 'আমার কাজ দেখে যত লোকজন মাকে ফোন করছেন তাদের সবার সঙ্গে কথা বলে মা আপ্লুত।'

একই সিনেমায় কাজ করছেন পরমব্রত-অনুপম?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার শোনা যাচ্ছে একই সিনেমায় একসাথে অভিনয় করতে যাচ্ছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও অনুপম রায়। সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও দেবের জুন মাসে জানিয়েছিলেন, তারা একসঙ্গে সিনেমা করবেন। এবার জানা গেল, সৃজিত পরিচালিত থ্রিলারে দেব ও রুক্মিণীর পাশাপাশি থাকছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়।

আর এই সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন অনুপম রায়। শোনা যাচ্ছে, সিনেমাটির নাম 'টেক্কা'। প্রযোজনা করবে দেব এন্টারটেইনমেন্ট। জানুয়ারি মাস থেকে ছবির কাজ শুরু হওয়ার কথা।

কাহিনি পছন্দ হওয়ায় সৃজিতের পরিচালনায় কাজ করতে কোনও আপত্তি নেই দেবের। এ দিকে একটা সময়ে স্বস্তিকা ও পরমব্রতর সম্পর্কও তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু তার পরেও তারা 'শাহজাহান রিজেন্সি' এবং গত বছর 'শিবপুর' ছবিটি করেছিলেন। অনুপম এবং পরমব্রতর মধ্যে আগেকার হৃদ্যতা নেই। তবে কাজের পথে যে সেটা অন্তরায় হয়নি, তা পরিষ্কার।

টেস্ট সিরিজ

শুরুর আগেই পাকিস্তান দলে দুঃসংবাদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পার্থে আগামী ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট। কিন্তু তার আগেই দুঃসংবাদ পেয়েছে পাকিস্তান। ডান পায়ে চোট পেয়েছেন স্পিনার আবরার আহমেদ। অস্ট্রেলিয়ার প্রাইম মিনিস্টার একাদশের সঙ্গে ক্যানবেরায় চলমান প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পাওয়ায় প্রথম টেস্টে ২৫ বছর বয়সী স্পিনারকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

শনিবার তার পায়ে এমআরআই স্ক্যান করানোর কথা রয়েছে। সেখানে তার চোট যদি গুরুতর বলে ধরা পড়ে, প্রথম টেস্ট থেকে নিশ্চিতভাবেই ছিটকে যাবেন আবরার

মাত্র দুজন স্পিনার স্কোয়াডে রেখে অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছে পাকিস্তান। আবরার ছাড়া দলে আছেন বাঁহাতি স্পিনার নোমান আলী।

৬ টেস্টে ৩৮ উইকেট নেওয়া আবরার পাকিস্তানের টেস্ট দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছেন। সে কারণে স্পিন আক্রমণের প্রধান ভরসা ছিলেন আবরারই। চোট গুরুতর হলে সিরিজ থেকেও তার ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কোপা আমেরিকায়

'কঠিন' গ্রুপে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকার ড্রয়ে খানিকটা কঠিন গ্রুপে পড়েছে লাতিন আমেরিকার দুই জায়ান্ট আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার গ্রুপে রয়েছে চিলি। এই দলের বিপক্ষে বরাবরই কঠিন লড়াই করতে হয় আলবিসেলেস্তাদের। এছাড়া ভালো ছন্দে থাকা পেরুও রয়েছে একই গ্রুপে। আর ব্রাজিলের গ্রুপে পড়েছে কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ে।

মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হয় কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসরের ড্র। কনমেবলের ১০ সদস্য দেশের সঙ্গে কনকাকাফের ছয়টি দেশও খেলবে এবারের আসরে। এই জোন থেকে স্বাগতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ চারটি দল নিশ্চিত। বাকি দুই দল আসবে প্লে-অফ থেকে।

২০২৪ সালের ২০ জুন থেকে শুরু হবে কোপা আমেরিকার আগামী আসর। উদ্বোধনী ম্যাচে প্লে-অফ পেরিয়ে আসা দলের (কানাডা/ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো) মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। মায়ামিতে ১৪ জুলাই পর্দা নামবে এই আসরের।

গ্রুপ এ: আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, কানাডা/ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো। গ্রুপ বি: মেক্সিকো, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, জ্যামাইকা। গ্রুপ সি: যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, পানামা, বলিভিয়া। গ্রুপ ডি: ব্রাজিল, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, ইকুয়েডর/ভেনেজুয়েলা।

রোনালদোর ১২০০তম ম্যাচে

আল নাসরের দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পেশাদার ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ১২০০তম ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করার দিনে উড়ে গেছে আল রিয়াদ। শুক্রবার (৮ ডিসেম্বর) রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচটিতে তার দল আল নাসর জয় পেয়েছে ৪-১ ব্যবধানে। আগের ম্যাচে আল হিলালের সঙ্গে ৩-০ গোলে হেরেছিল দল। তবে নিজের পেশাদার ১২০০তম ম্যাচে আল নাসরকে আর আক্ষেপে পুড়তে দেননি রোনালদো। ৩১তম মিনিটে এনে দেন লিড। বামপ্রান্ত থেকে সাদিও মানের ক্রস গোলবারের সামনে পেয়ে নিঁখুত শটে জালে জড়ান তিনি।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করে আল নাসর। এ গোলেও ছিল রোনালদো নৈপুণ্যতা। ডানপ্রান্ত ধরে আক্রমণে উঠে ডি-বক্সে ঢুকে বামে সতীর্থের উদ্দেশে আলতো ক্রস নেন পর্তুগিজ তারকা। এগিয়ে এসে দারুণ হেডে সেটি জালে জড়ান ওতাভিও। বিরতির পরের সময়টা অবশ্য ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড তালিসকার। এ অর্ধে রোনালদো দুইবার জাল মিস করলেও জোড়া গোল আসে তালিসকার পা থেকে।

৬৭ মিনিটে সাদিও মানের পাস ডি-বক্সে পেয়ে আলতো ছোঁয়ায় জালে জড়ান তিনি। পাল্টা আক্রমণে উঠে পরের মিনিটে ব্যবধান কমান আন্দ্রে গ্রে। যোগ করা সময়ে আল গানামের ক্রস ডি-বক্সে পেয়ে হেডে জালে জড়ান তালিসকা। তাতে ৪-১ ব্যবধানের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল নাসর।

চার বছর

নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছেন পগবা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফ্রান্সের জুভেন্টাস মিডফিল্ডার পল পগবার ড্রাগ কেলেঙ্কারির তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এন্টি ডোপিং এজেন্সির কাছে আইনজীবীরা প্রতিবেদন জমা দিয়ে তাকে চার বছর নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছে।

পল পগবা আইনজীবীদের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেননি। যার অর্থ তিনি ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ার বিষয়টি মেনে নিচ্ছেন। পগবা তাই সব ধরনের ফুটবল থেকে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারেন। যা তার ক্যারিয়ার শেষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। গত সেপ্টেম্বরে পগবা ডোপ টেস্টে পজিটিভ হন। তখন থেকেই তাকে সব ধরনের ফুটবলে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এন্টি ডোপিং এজেন্সি। পগবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। সাজা হবার পর তা কমাতে চাইলে পগবার আপিল করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে, ইচ্ছাকৃত তিনি ডোপ নেননি বা পরামর্শ অনুযায়ী নেওয়া চিকিৎসায় ভুল ছিল। তবেই কমবে তার সাজা। পগবার গত ২০ আগস্ট উদিনেসের বিপক্ষে ম্যাচের পর ডোপ টেস্ট করা হয়। রিপোর্টে আসে যে, তিনি টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধির জন্য ওষুধ গ্রহণ করেছেন। যে কারণে সেপ্টেম্বরে তাকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং তদন্ত শুরু করা হয়। মিডফিল্ডার পল পগবা ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ জিতেছেন। ওই দলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছিলেন তিনি। দুই মেয়াদে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও জুভেনটাসের হয়ে খেলেছেন তিনি। ফ্রান্স অনূর্ধ্ব-১৬ থেকে অনূর্ধ্ব-২০ হয়ে জাতীয় দলে ঢোকেন এই মিডফিল্ডার। লেস ব্লুজদের জার্সিতে খেলেছেন ৯১ ম্যাচ।

প্রেসিডেন্টকে অব্যাহতি,

নিষিদ্ধ হতে পারে ব্রাজিলের ফুটবল

সারাদিন : খারাপ সময় যেন পিছু ছাড়ছে না ব্রাজিলের। কাতার বিশ্বকাপে ভরাডুবির পর থেকে বাজে সময় পার করছে সেলেসাওরা। মাঠের বাইরেও ব্রাজিলের ফুটবলে শঙ্কার কালো মেঘ। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) প্রেসিডেন্ট এডনাল্ডো রদ্রিগুয়েসকে অনিয়মের অভিযোগে পদ থেকে অপসারণ করেছেন রিও ডি জেনিরোর আদালত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে দেশটির ফুটবল। ইতোমধ্যে ব্রাজিলের ফুটবলে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কারণে সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছে ফুটবলের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা-ফিফা। প্রমাণ মিললে আসতে পারে নিষেধাজ্ঞাও। সেক্ষেত্রে ফিফার আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও ইভেন্ট থেকে নিষিদ্ধ হতে পারে ব্রাজিল। ফিফার আইন অনুযায়ী, সদস্য অ্যাসোসিয়েশনে বাইরের রদ্রিগেজকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় সিবিএফ আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে।

এডনাল্ডো রদ্রিগুয়েসের স্থলে অন্তবর্তীকালীন সিবিএফ প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট অব স্পোর্টর্সের বিচারপতি হোসে পারদিজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পারদিজকে এখন ৩০ দিনের মধ্যে সিবিএফের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য নির্বাচন সময় ও নীতিমালা ঘোষণা করতে বলা হয়েছে।

২০২১ সালে অন্তবর্তীকালীন কনফেডারেশন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান রদ্রিগুয়েজ। ব্রাজিলের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ কনফেডারেশন প্রেসিডেন্টেও তিনি। ২০২২ সালে সিবিএফের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০২৬ সাল মেয়াদ পর্যন্ত নির্বাচিত হন তিনি। তবে এখনই সবকিছু চূড়ান্ত নয়। আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন রদ্রিগুয়েজ।

দ্রুত অবসর নেওয়ার

কারণ জানালেন ভিলিয়ার্স

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট বিশ্বকে অবাক করে ২০১৮ সালে হঠাৎই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। এরপর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট চালিয়ে যান আরও বছর তিনেক। আইপিএলেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ছিল তার। তাই ২০১৯ বিশ্বকাপে ডি ভিলিয়ার্সকে খেলাতে চেয়েছিল প্রোটিয়া ক্রিকেট বোর্ড। যদিও তাকে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরানো যায়নি। আইপিএল থেকেও সরে দাঁড়ান ২০২১ সালের পর।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর বছর পাঁচেক পর এবার অবসর নিয়ে চাঞ্চল্যকর এক তথ্য প্রকাশ করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি' খ্যাত এই ব্যাটসম্যান। উইজডেন ক্রিকেট মন্থলিকে ডি ভিলিয়ার্স জানান, ক্যারিয়ারের শেষ দুই বছর মূলত এক চোখের দৃষ্টি দিয়েই খেলা চালিয়ে গেছেন তিনি। কেননা তার অপর চোখের রেটিনা ছিঁড়ে গিয়েছিল। যাতে করে তার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

ডি ভিলিয়ার্স বলেন, 'দুর্ঘটনাবশতই আমার ছোট ছেলে আমার চোখে লাথি মারে। এরপর থেকেই ক্রমশ ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি হারাতে থাকি। যখন আমি অস্ত্রোপচার করাই, ডাক্তার অবাক হয়ে আমার কাছে জানতে চান, কীভাবে এই চোখ নিয়ে আমি ক্রিকেট খেলি। সৌভাগ্যক্রমে ক্যারিয়ারের শেষ দুই বছর আমার বাম চোখ অসাধারণ কাজ করে।'

দুর্দান্ত এক ক্যারিয়ার এবি ডি ভিলিয়ার্সের। ১১৪ টেস্টে ৫০.৬৬ গড়ে করেন ৮৭৬৫ রান। ওয়ানডেতে ২১৮ ইনিংসে ব্যাট করে ৫৩.৫০ গড়ে ৯৫৭৭ রান করেন। টি-টোয়েন্টিতে ৭৮ ম্যাচে করেন ১৬৭২ রান। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে তার সেঞ্চুরি সংখ্যা ৪৮টি ও হাফ সেঞ্চুরি ১০৯টি।

নীরবতা ভেঙে

যা বললেন স্কালোনি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ লিওনেল স্কালোনি ব্রাজিল ম্যাচের পরপরই চাকরি ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ইএসপিএন বলছে, আগামী বছর কোপা আমেরিকার পরই পদত্যাগ করবেন তিনি।

যদিও এতোদিন এনিয়ে নীরব ছিলেন এই কোচ। গতকাল কোপা আমেরিকার ড্রয়ের অনুষ্ঠানে দেখা গেল তাকে। সেখানে নীরবতা ভাঙলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাননি।

মায়ামিতে স্কালোনি বলেন, 'নীতিগতভাবে আমি এখানে কারণ আমি কোচ। ব্রাজিলের বিপক্ষে আমি যা বলেছিলাম তা ব্যক্তিগতভাবে একটি ভাবনার মুহূর্ত এবং আমি এখনো সেই পর্যায়ে আছি। আমরা যেসব অর্জন করেছি সেটার পর সামনে কী করতে হবে তা নিয়ে ভাবাটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সেটা নিয়ে ভাবছি। বল থামিয়ে কথা বলাটা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। খেলোয়াড়রা খুব ভালো, দলও খুব ভালো। তাদের এমন ভালো কোচ দরকার, যে কি না নিজের সবটুকু প্রাণশক্তি উজাড় করে দেবে। আমি সেটা আগেও বলেছি এবং বারবার বলব। আর্জেন্টিনার এমন কোচ দরকার, যে তাদের মানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। এখন ভাবার সময়। আমিও একই জিনিস ভাবছি।' শোনা যাচ্ছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্লদিও তাপিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব রয়েছে স্কালোনির। কিন্তু সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন তিনি, 'এ নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে যা কানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সভাপতি সঙ্গে সম্পর্ক সবসময়ই দুর্দান্ত ছিল। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সিদ্ধান্তটা আমার ব্যক্তিগত। এখান থেকে জাতীয় দলের জন্য সেরাটা ভাবা উচিত।'

এদিকে, চুক্তি অনুযায়ী ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে থাকার কথা রয়েছে স্কালোনির।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR